দৈনিক বাংলা

তারিখ 1/3/85
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

015

দৈনিক বাংলা

ঢাকা: শুক্রবার, ১৭ই ফাল্গুন, ১৩৯১: ১লা মার্চ, ১৯৮৫

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ওপেন ইউনিভার্সিটি বা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের মত দেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে বিশেষ সহায়ক হতে পারে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞ ও সুধীজন। ঢাকায় আয়োজিত এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে দূর-শিক্ষণের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে বক্তারা বলেন যে উন্নয়নশীল দেশে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন আছে। কারণ এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় স্বল্পব্যয়ে বেশিসংখ্যক মানুষের জন্যে শিক্ষার দুয়ার খুলে দেয়।

অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি, আমাদের দেশে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা খুবই উপযোগী। এই দরিদ্র দেশে শিক্ষার জন্যে ব্যয়ের প্রশ্নতো আছেই, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার ব্যয় বহন করার ক্ষমতা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষেরই নেই। মেধা থাকলেও আর্থিক অক্ষমতা অনেকের জন্যে উচ্চশিক্ষার অঙ্গনে প্রবেশাধিকার খর্ব করে রেখেছে। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এ বাধা দূর করতে পারে।

আমাদের দেশে আরো একটি কারণে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা জনপ্রিয় হবার সম্ভাবনা। সে হল এর মাধ্যমে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভর্তিসমস্যার একটা সমাধান হতে পারে। আসলে ভর্তিসমস্যা বছরের পর বছর তীব্রই হচ্ছে শুধু। এর সমাধানের কোন পথ কেউ দেখতে পেয়েছেন বলে মনে হয় না। প্রতিবছর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না পারা বিপুল-সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর ভাগ্যে কি ঘটল, তার খোঁজ-খবরও কেউ রাখেন না। ফলে অসংখ্য তরুণ-তরুণী হতাশায় ডুবে যায়। এদের জন্যে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার একটা অবলম্বন হতে পারে। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে সেরকম সুস্থ প্রক্রিয়ায় গড়ে তুলতে পারলে অনেক শিক্ষার্থী যথার্থই উপকৃত হবেন।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা দেবার সুযোগ ছাড়াও অন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা দেবার ব্যবস্থা করা যায়। যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপকদের ভাষণ ক্যাসেট রেকর্ড করা যায়। লাইব্রেরীতে সেগুলি সংরক্ষিত থাকতে পারে। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের লাইব্রেরীর সদস্য হবার অধিকার দেয়া যেতে পারে।

থাইল্যান্ডে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সফলভাবে কার্যকর হয়েছে বলে ওয়ার্কশপে বলা হয়েছে। চেষ্টা করলে আমাদের দেশেও তা অবশ্যই কার্যকর করা সম্ভব বলে আমরা মনে করি।

মুশকিল হচ্ছে, আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষা দ্রুত বিস্তারের প্রয়োজনীয়তাই যথার্থ স্বীকৃতি পাচ্ছে না। কেউ বলেন, উচ্চ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়িয়ে কি লাভ। আবার কেউ মনে করেন, সাধারণ ডিগ্রীধারীদের সংখ্যা বাড়ানোর বদলে কারিগরি ও পেশাভিত্তিক শিক্ষার আয়োজন করা জরুরী। নানা মতের আবর্তে পড়ে উচ্চশিক্ষার দরজা একেবারে রুদ্ধ না হলেও খুবই সংকীর্ণভাবে খোলা।

অথচ আমাদের দেশে সেফ শিক্ষা বিস্তারের জন্যে স্কুল কলেজে পর্যাপ্ত সংখ্যক ভালো শিক্ষকের সংস্থান করার জন্যেই, উচ্চ শিক্ষাসম্পন্ন জনশক্তির প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়াও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড যত সম্প্রসারিত হচ্ছে তত বেশি সংখ্যায় উচ্চশিক্ষিত লোকের চাহিদাও সৃষ্টি হচ্ছে। অথচ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলি এ চাহিদা মেটাতে পারছে না। এ পটভূমিতেই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

তবে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্যও একেবারে স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার নয়। যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-ব্যবস্থাই তছনছ, সংগঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিই শিক্ষার মান ধরে রাখতে পারছে না, সেখানে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণাকে সফল করতে হলে যথেষ্টই কাঠখড় পোড়াতে হবে। দূর-শিক্ষণ আমাদের শিক্ষা-সমস্যার কিছুটা সমাধান দিতে পারে কিন্তু তার জন্যে কোমর বেঁধে লাগতে হবে।